দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 1 1 2002

মার্কিন অভিবাসন আইন আরো কঠোর হচ্ছে৪ কোর্সে যোগ দেবার আগেই ছাত্রভিসা নিতে হবে

ওয়াশিংটন থেকে এপি ॥ মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ ছাত্র ভিসা আইন কড়াকড়ি করছে এবং পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের সফরের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছে। বিদেশ থেকে কে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন- যাচ্ছেন সেদিকে খেয়াল রাখা এবং ভাবী সন্ত্রাসীরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে না পারে মূলত: সে জন্যেই ভিসায় এই কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। মার্কিন ইমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন (অভিবাসন) বিভাগ গত সোমবার জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোর্সে পাঠ শুরু করার আগেই বিদেশী ছাত্রদেরকে স্টুডেন্ট ভিসা নিতে হবে। আগে ব্যবসায়িক সফরে যারা যুক্তরাষ্ট্রে যেতেন তাদেরকে ৬ মাসের ভিসা দেয়া হত: কিন্তু এখন এই ভিসার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩০ দিন করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে মার্কিন অভিবাসন বিভাগ নানা চাপের মধ্যে রয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস বা পার্লামেন্টের কেউ কেউ খোদ এই বিভাগটি তুলে দেবার দাবী করেছেন। তবে অভিবাসন বিভাগের সমর্থক ও সমালোচক উভয় গ্রুপই স্বীকার করেন যে, বিভাগটির ওপর পরস্পর বিরোধী দায়-দায়িত্ব পড়েছে। এই বিভাগকে একদিকে যেমন অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দিতে ও তাদের নির্বিঘ্ন অবস্থান নিশ্চিত করতে হয়- অন্যদিকে আবার দেখতে হয় কারা অবৈধভাবে দেশে ঢুকছে এবং কারা একেবারে থেকে যাবার চেষ্টা করতে পারে। পর্যটকদের বেলায় সময়সীমার যে কড়াকড়ি আরোপ করার চিন্তা চলছে তার আওতায় পড়বেন বছরে ২০ লাখ লোক। পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িতরা এর বিরোধিতা করেছেন।

আমেরিকার ট্রাভেল এজেন্সীসমূহের সমিতির এলিস ওয়াল্ডার বলেছেন, আমাদের দেশে আসতে চান এমন লোকদের বেলায় নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা মানে এসব লোককে অন্য কোন দেশে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। অভিবাসন বিভাগ জানায়, ২০০০ সালে পর্যটন ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন ১ কোটি মানুষ। এদের ৪ ভাগের তিন ভাগই এদেশে থেকেছেন এক মাসেরও কম সময়। আড়াই লাখ ব্যবসায়ী ভিসাধারী অবস্থান করেছেন গড়ে ১৩ দিন করে। অভিবাসন বিভাগের মুখপাত্র বিল স্ট্র্যাসবার্গার জানান, কে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকছেন এবং এখানে অবস্থানকালে তারা কি কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছেন সেগুলোর ওপর কার্যকর নজরদারির জন্যই এসব কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা প্রক্রিয়া বাকি থাকা, ব্যবসায়িক কাজ সারতে না পারা ইত্যাদির মত উপযুক্ত কারণ ছাড়া কারো ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে না। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হবে ছয় মাসের-আগের মত ১ বছরের নয়।

১১ সেপ্টেম্বরের আগে অভিবাসন মন্ত্রী জেমস জিগলারের লক্ষ্য ছিল অভিবাসন বিভাগের দক্ষতা বাড়ানো, অপেক্ষমানদের অপেক্ষার সময় কমিয়ে আনা ইত্যাদি। কিন্তু ঐ হামলার পর এবং কংগ্রেসে বিভাগটি তুলে দেবার দাবী ওঠার পর এখন তার অগ্রাধিকার হচ্ছে- এ দেশে কারা কখন ঢুকছেন তার খোঁজ-খবর রাখার ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ি আনা। জিগলার বলেন, নতুন বিধিনিষেধসমূহ অভিবাসন ব্যবস্থায় একটা সামঞ্জস্য আনবে। কোর্সে যোগ দেয়ার আগেই ছাত্র ভিসা নেয়ার যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে করে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, নিরাপত্তার দিকটি দেখে নেয়া হয়েছে।

নয়া প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে, যারা ট্যুরিষ্ট এবং ব্যবসায়ী ভিসায় এসে পরে তা বদল করে ছাত্র ভিসা নিতে চায় তাদেরকে এখন থেকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে এ ধরনের ভিসা নিতে হবে। আগে আমেরিকায় এ পরিবর্তন সম্ভব হত। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলাকারীদের দু'জন মিসরের মোহাম্মদ আতা এবং আমীরাতের মারওয়ান আল শেহী-যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলেন ভিজিটর ভিসায়। পরে তারা ছাত্র ভিসার আবেদন করেন। ছাত্র ভিসা পাওয়ার বছরখানেক আগেই তারা ফ্লোরিডার বিমান স্কুলে বিমান চালনা কোর্স শুরু করেন। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট ভিসাধারীর সংখ্যা ছিল ৬ লাখ। এদের অনেকেই কে কোথায় আছে অভিবাসন বিভাগের হাতে এখন আর তেমন কোন তথ্য নেই। সিনেটর ডায়ান ফেইনস্টেইন নয়া বিধিনিষেধের ঘোষণায় খুশী। তিনিই কংগ্রেসে দাবী তুলেছিলেন ছাত্র ভিসায় যারা আসে তাদের খোঁজ-খবর ঠিকমত রাখতে হবে।

অভিবাসন বিভাগ আরো একটি বিধান করছে। যেসব অভিবাসন প্রত্যাশিক বহিষ্কার আদেশ দেয়া হবে তাদেরকে আদেশ জারির ৩০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে আপীল করার বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার সুযোগ দেয়া হবে না। প্রস্তাবিত এসব বিধান সম্পর্কে মার্কিন জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে। তারা তিরিশ দিন এ মতামত দেয়ার সুযোগ পাবেন।